দৈনিক সংবাদ ১৮

তারিখ 21 APR 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

খাদ্যে বিষক্রিয়া : মুহসীন হলে এক রাতে আক্রান্ত ৩শ' ছাত্র

অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ❑ হাসপাতালে অনেকে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা) হলের ডাইনিং-এ পরিবেশিত দূষিত খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় (ফুড পয়জনিং) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের প্রায় ৩শ' ছাত্র ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্ত ছাত্রদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও মহাখালী উদরাময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহসীন হলের প্রভোস্টের কক্ষে অস্থায়ী চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এদিকে ডাইনিং-এর ম্যানেজার পলাতক রয়েছে বলে হল সূত্রে জানা গেছে। হলের ছাত্ররা অভিযোগ করে বলেছে, ডাইনিং-এর খাবার মান খুবই নিম্নমানের। হল প্রভোস্ট বা হাউজ টিউটররা কখনো ডাইনিং পরিদর্শন করে এর মান যাচাই করেন না বলে ছাত্ররা জানায়।

হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, গত শুক্রবার রাতে ডাইনিং-এ পোয়া মাছ-পুঁইশাক এবং ডিম পরিবেশিত হয়। যে সকল ছাত্র পোয়া মাছ-পুঁইশাক কিংবা ডিম খেয়েছে শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই তাদের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কয়েকশ' ছাত্রের একই রাতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় মুহসীন হলে এক বিব্রতকর দৃশ্যের সূচনা হয়। ছাত্ররা বারবার টয়লেটে যেতে থাকে। পাতলা পায়খানার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বমি। দুর্বল শরীরের অনেক ছাত্র কয়েকবার টয়লেটে যাবার পর ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে কক্ষে এসে। অনেকে বমি করে কক্ষ ভাসিয়ে দেয়। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে কয়েশ' ছাত্রের বমি, পাতলা পায়খানা ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় হলের অন্য ছাত্ররা ঘুমাতে পারেনি। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় মুহসীন হলে।

গতকাল শনিবার ভোর থেকেই মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছাত্রদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা আরম্ভ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি এ্যাম্বুলেন্স-এ করে ছাত্রদের প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। এ হাসপাতালে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এরপর ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় মিটফোর্ড হাসপাতালে। এরপর ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় মহাখালী উদরাময় হাসপাতালে। আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানিয়েছেন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদের সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, খাদ্যদ্রব্যের বিষক্রিয়াই ডায়রিয়ার মূল কারণ। বাংলাদেশ কলেরা ও ডায়রিয়া গবেষণা ইনস্টিটিউট মুহসীন হলের পানি পরীক্ষা করে মুহসীন হল : পৃঃ ৯ কঃ ৭

মুহসীন হল : ৩শ' ছাত্র আক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন জীবাণু পায়নি বলে জানা গেছে।

একটি সূত্রমতে, শুক্রবার দুপুরে মুহসীন ও সূর্যসেন হলে অবস্থানরত ছাত্রদলের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। এর ফলে মুহসীন হলের ক্যাডারদের জন্য রেখে দেয়া ডাইনিং-এর ৪০/৫০টি খাবার খাওয়া হয়নি। এ খাবার রাতের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার ফলে রাতের খাবার দূষিত হয়ে যায় বলে সূত্র জানায়।

হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, মুহসীন হলের প্রায় ১ হাজার ছাত্রের জন্য একটি মাত্র ডাইনিং। কোন কেন্টিন বা বিকল্প খাবার ব্যবস্থা নেই। আগে হলের ডাইনিং-এ ডাইনিং-এর রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাসের চুলা ছাড়াও কয়েকটি অতিরিক্ত চুলা ছিল। হলের ছাত্ররা যাতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ছেলে রেখে রান্না করে খেতে পারে সেজন্যে এ ব্যবস্থা। কিন্তু হলের নতুন প্রভোস্ট জামালউদ্দিন আহমেদ হলে আসার পর এ অতিরিক্ত গ্যাসের চুলাগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। ডাইনিং-এর খাবারের মান উন্নত না করে হিটার ব্যবহারও নিষিদ্ধ করেন। ছাত্রদের বিকল্প খাবারের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাজারের সবচেয়ে নিচু মানের মাছ, শাকসব্জি পরিবেশিত হতে থাকে মুহসীন হলের ডাইনিং-এ। এর ওপর ক্যাডারদের ''ফাও'' খাওয়ার ফলে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ডাইনিং-এর খাবারের মান যাচাই করার 'অফিসিয়াল' দায়িত্ব প্রভোস্ট এবং হাউজ টিউটরদের হলেও তারা এ ব্যাপারে থোরাই কেয়ার করেন।

মুহসীন হলের পরিস্থিতি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য গতকাল শনিবার সকালে উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ মুহসীন হল পরিদর্শন করেন। সকাল থেকেই হল প্রভোস্ট জামাল উদ্দিন আহমদ ছাত্রদের চিকিৎসাসহ সার্বিক অবস্থা তত্ত্বাবধান করার জন্য হলে ছিলেন। সকাল ১১টা থেকে হল প্রভোস্টের অফিসকক্ষে অসুস্থ ছাত্রদের জন্য ডাক্তার ও ওষুধপত্র সরবরাহের জন্য অস্থায়ী চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।